# দুই দশক ধরে 'স্থানীয়' নেতৃত্বের গণ্ডিতে রাবি ছাত্রলীগ

রাবি প্রতিনিধি
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ০১:১০ পিএম

অর্ধযুগ পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রলীগের ২৬তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্মেলনকে ঘিরে নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।তাদের চাচ্ছেন, যোগ্য নেতৃত্বে সংগঠনের সার্বিক গতিশীলতা সৃষ্টি হোক। তবে তাদের অভিযোগ, গত দুই দশক ধরে এ শাখার শীর্ষ দুই পদ রয়েছে 'স্থানীয়' নেতৃবৃন্দের দখলে। ফলে রাজশাহীর বাইরের যোগ্যপ্রার্থীদের অবমূল্যায়ণে ব্যাহত হচ্ছে সংগঠনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। এবারও একই জনশ্রুতি থাকায় বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের একাধিক পদপ্রার্থী জানান, দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক পদে কেবল রাজশাহীর স্থানীয়রাই আসে। বাইরের যোগ্য প্রার্থী থাকলেও তারা মূল্যায়িত হচ্ছে না। অথচ সংগঠনের জন্য তারা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। তারপরও কেবল স্থানীয়দেরই মূল্যায়ণ যেন একটি অলিখিত রীতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে ক্যাম্পাস রাজনীতিতে আগ্রহ হারাচ্ছেন রাজশাহীর বাইরে থেকে আসা শিক্ষার্থীরা এবং সংগঠন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। তাই আগামী কমিটিতে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৬২ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ২৫ টি কমিটি হয়েছে। আশির দশক পর্যন্ত এ শাখায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে বিভিন্ন বিভাগ থেকে নেতৃত্ব এসেছে। যারা দক্ষতার সঙ্গে ক্যাম্পাসে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ শাখার নেতৃত্ব ক্রমেই রাজশাহী বিভাগেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ ছাড়া গত প্রায় এক যুগে রাবি ছাত্রলীগের তিনটি কমিটির শীর্ষ দুই পদে দায়িত্ব পেয়েছেন ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকার প্রার্থীরা।

বর্তমান কমিটির সভাপতি গোলাম কিবরিয়ার বাড়ি ক্যাম্পাস সংলগ্ন মেহেরচণ্ডি এবং সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ রুনুর বাড়ি নগরীর নওহাটা এলাকায়। এর আগে গত ২০১৫ সালের কমিটিতে সভাপতি ছিলেন ক্যাম্পাস সংলগ্ন মেহেরচণ্ডির রাশেদুল ইসলাম রঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক কাজলার খালিদ হাসান বিপ্লব। ২০১৩ সালের কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান রানার বাড়ি বাগমারা ও সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আল হোসেন তুহিনের বাড়ি বাঘা উপজেলায়।

এ ছাড়া ২০১০ সালের কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল ইসলাম অপুর বাড়ি ক্যাম্পাস-সংলগ্ন তালাইমারী। ২০০৪-১০ সাল পর্যন্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন পাবনার ইব্রাহিম হোসেন মুন ও রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার আয়েন উদ্দিন। ২০০২-২০০৪ সাল পর্যন্ত আহ্বায়ক ছিলেন ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিনোদপুর এলাকার কামরুজ্জামান চঞ্চল।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন মুক্তিযুদ্ধে চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ছাত্রলীগ গৌরব ও ঐতিহ্যের একটি বৃহত্তর ছাত্র সংগঠন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। তাই নিয়মিত ছাত্রদের মধ্যে যারা যোগ্য, হোক সেটা স্থানীয় বা অন্য বিভাগের, তাদের নেতৃত্বে আনা উচিত।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক মেফতাহুল ইসলাম পান্থ বলেন, 'যারা যোগ্য তারাই নতুন কমিটির নেতৃত্বে আসবেন। এ ক্ষেত্রে কার বাড়ি কোথায় সেটা বিবেচিত হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সংগঠন পরিচালনার দক্ষতা রয়েছে আমরা এমন নেতৃত্বই চাই।'

শিক্ষা থেকে আরও পড়ুন